চণ্ডীমা ফিল্মসের

প্রতিদান

রঙিন

A

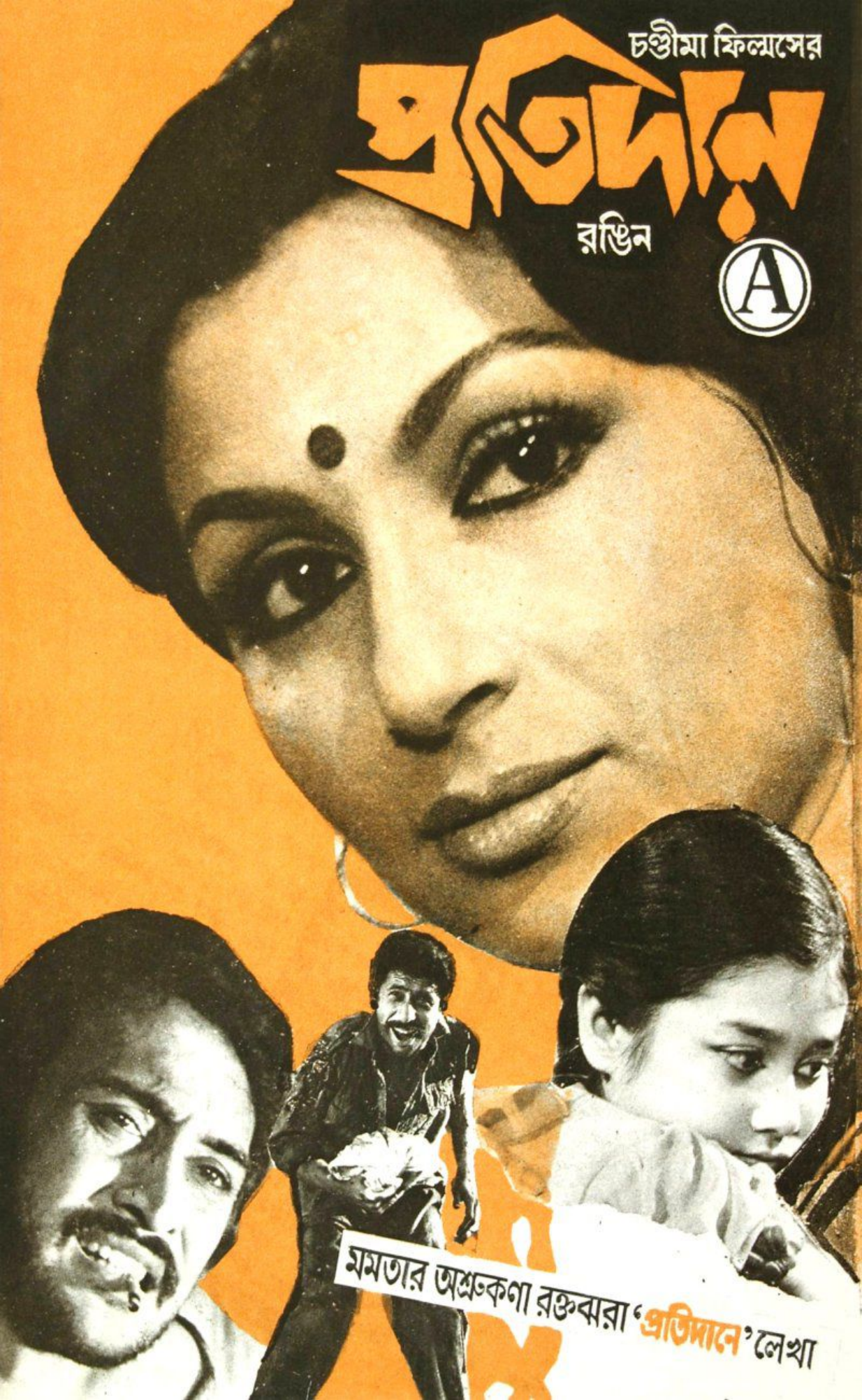

মমতার অশ্রুকণা রক্তঝরা 'প্রতিদানে' লেখা

চণ্ডীমা ফিল্মসের

প্রতিদান

রঙীন

প্রযোজনা :
প্রণব বসু
কাহিনী ও সংলাপ
প্রভাত রায়
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
প্রভাত রায়
সংগীত
বাপী লাহিড়ী

সহ:প্রযোজক : দিলীপ খাঁ, প্রদীপ খাঁ। চিত্রগ্রহণ : কৃষ্ণ চক্রবর্তী। গীত রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। শিল্প নির্দেশনা : সুর্য চ্যাটার্জী সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী। সহযোগী সম্পাদনা : রবীন সেন, সুধীর ভার্মা। কর্মসচিব : সন্দীপ পাল। নৃত্য পরিচালনা : হাবিবা রেহেমান। ফাইট কম্পোজিসন এ. মনসুর। সংগীত গ্রহণ : রবীন চ্যাটার্জী (মেহবুব স্টুডিও বম্বে)। শব্দ পুণর্যোজনা : মঙ্গেশ দেশাই। স্থির চিত্র : পরিমল চৌধুরী। রূপসজ্জা : মনতোষ রায়। প্রধান সহকারী পরিচালক : সরিৎ ব্যানার্জী। তত্বাবধানে : সুখেন চক্রবর্তী সাজসজ্জা : দি নিউ স্টুডিও সাম্পাই। পরিচয় লিখন : নিতাই বসু। প্রচার : দেবকুমার বসু। প্রচার অঙ্কন : বিনু ভট্টাচার্য, রূপায়ণ, শিশির কর্মকার. ফাইন আর্ট। চিত্র পরিস্ফুটনে : ফিল্ম সেন্টার (বম্বে)।

অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ : এন, ডি (১ নম্বর), টেকনিশিয়ান্স স্টুডিও ও ইন্দ্রপুরী স্টুডিও।
বহির্দৃশ্য গ্রহণ : জগৎবল্লভপুর, পাল্লা রোড ও বম্বে।

কণ্ঠ সংগীত
লতা মঙ্গেশকর
কিশোরকুমার
আশা ভোঁসলে
বাপী লাহিড়ী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
রাখী গুলজার
দেবেশ ঘোষ
শিব, গুন মজুমদার, বর্ধমান সেচবিভাগের অফিসার ও কর্মিবৃন্দ। পাল্লা গ্রামের জগৎবল্লভপুরের গ্রামবাসীবৃন্দ,

সহকারিবৃন্দ : পরিচালনায় তপন মুখার্জী। আজকাল
চিত্রগ্রহণ : অনিল ঘোষ, মাধব মণ্ডল।
শিল্প : রামনিবাস ভট্টাচার্য। ব্যবস্থাপনা : মহাদেব সেন। রূপসজ্জা : কেষ্ট সাজসজ্জা বিশু ডালিয়া, শকিনা।

বিশ্ব পরিবেশনা
চণ্ডীমাতা
ফিল্মস্
প্রাঃ
লিঃ

কাহিনী

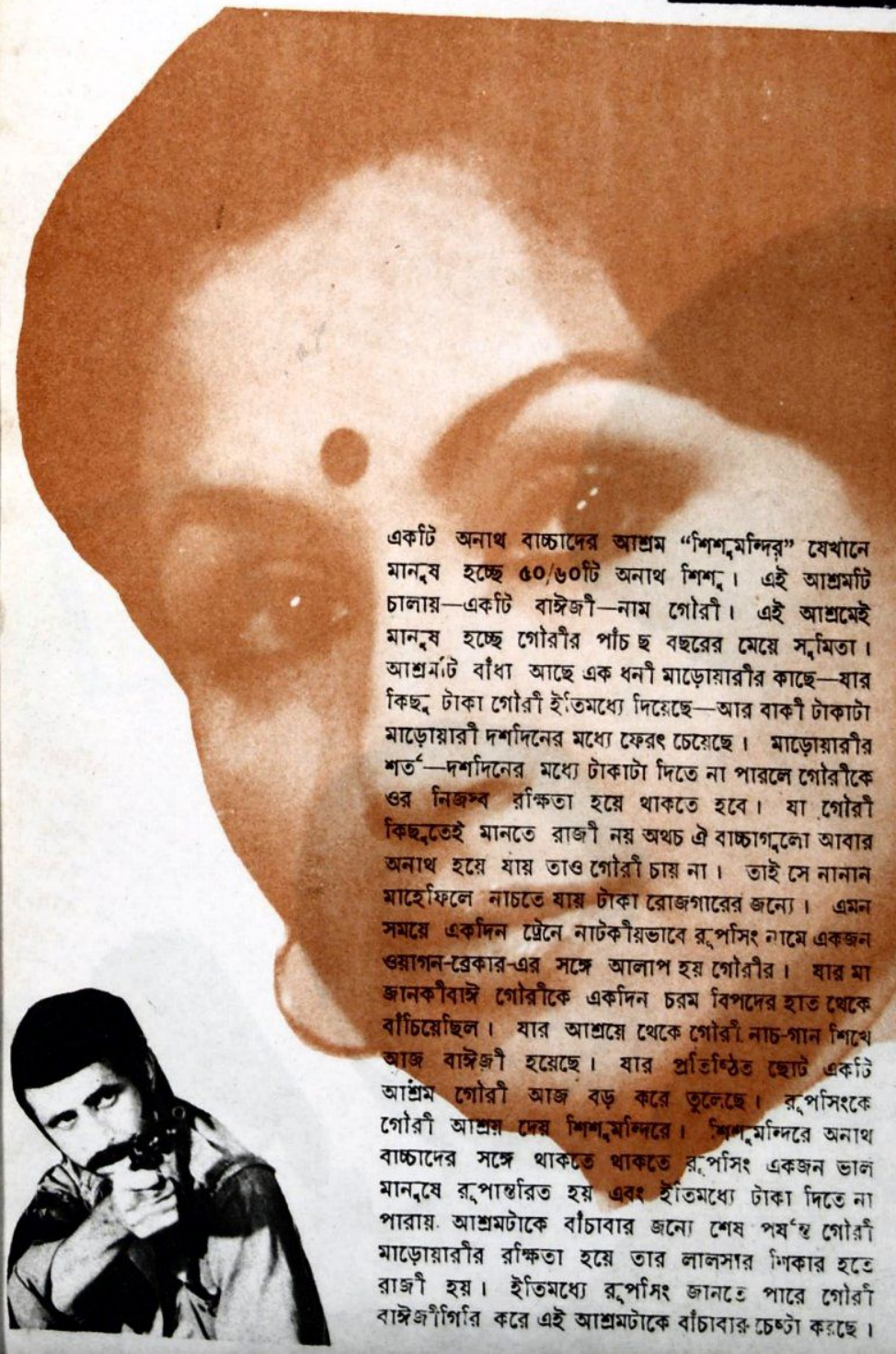

একটি অনাথ বাচ্চাদের আশ্রম "শিশুমন্দির" যেখানে মানুষ হচ্ছে ৫০/৬০টি অনাথ শিশু। এই আশ্রমটি চালায়—একটি বাঈজী—নাম গৌরী। এই আশ্রমেই মানুষ হচ্ছে গৌরীর পাঁচ ছ বছরের মেয়ে সুমিতা। আশ্রমটি বাঁধা আছে এক ধনী মাড়োয়ারীর কাছে—যার কিছু টাকা গৌরী ইতিমধ্যে দিয়েছে—আর বাকী টাকাটা মাড়োয়ারী দশদিনের মধ্যে ফেরৎ চেয়েছে। মাড়োয়ারীর শর্ত—দশদিনের মধ্যে টাকাটা দিতে না পারলে গৌরীকে ওর নিজস্ব রক্ষিতা হয়ে থাকতে হবে। যা গৌরী কিছুতেই মানতে রাজী নয় অথচ ঐ বাচ্চাগুলো আবার অনাথ হয়ে যায় তাও গৌরী চায় না। তাই সে নানান মাহেফিলে নাচতে যায় টাকা রোজগারের জন্যে। এমন সময়ে একদিন ট্রেনে নাটকীয়ভাবে রূপসিং নামে একজন ওয়াগন-ব্রেকার-এর সঙ্গে আলাপ হয় গৌরীর। যার মা জানকীবাঈ গৌরীকে একদিন চরম বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। যার আশ্রয়ে থেকে গৌরী নাচ-গান শিখে আজ বাঈজী হয়েছে। যার প্রতিষ্ঠিত ছোট একটি আশ্রম গৌরী আজ বড় করে তুলেছে। রূপসিংকে গৌরী আশ্রয় দেয় শিশুমন্দিরে। শিশুমন্দিরে অনাথ বাচ্চাদের সঙ্গে থাকতে থাকতে রূপসিং একজন ভাল মানুষে রূপান্তরিত হয় এবং ইতিমধ্যে টাকা দিতে না পারায় আশ্রমটাকে বাঁচাবার জন্যে শেষ পর্যন্ত গৌরী মাড়োয়ারীর রক্ষিতা হয়ে তার লালসার শিকার হতে রাজী হয়। ইতিমধ্যে রূপসিং জানতে পারে গৌরী বাঈজীগিরি করে এই আশ্রমটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে।

সে বুঝতে পারে তার মাও বাঈজী হয়েছিল সমাজের বদমাইস লোকেদের কুচক্রে। রূপসিং গৌরীকে মাড়োয়ারীর হাত থেকে বাঁচাতে যায় কিন্তু মাই তাকে বাধা দেয়। যে নিমাই গৌরীর অতীতে গ্রামে থাকার সময়ে তাকে জোর করে বলাৎকার করার চেষ্টা করায় নিজেকে বাঁচাতে তার সাকরেদকে খুন করে গৌরী। সেই সময়ে তার গলা থেকে পড়ে যাওয়া হারের লকেটটি নিমাই হস্তগত করে, পুলিশকে ধরিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে, তার দেহ ভোগ করতে চায়। তার হাত থেকে বাঁচার জন্যে গৌরী গ্রাম থেকে পালিয়ে যায় এবং আশ্রয় পায় জানকীবাঈর কাছে। পরে আবার নিমাই ধূমকেতুর মত উদয় হয়ে সেই লকেটের সূত্রে, পুলিশের ভয় দেখিয়ে গৌরীর কাছে টাকা আদায় করতে থাকে এবং গৌরীকে মাড়োয়ারীর রক্ষিতা হতে বাধ্য করার জন্যে ষড়যন্ত্র করে। সেই নিমাই-এর সঙ্গে রূপসিং-এর সঙ্ঘাতের সময়ে গৌরী ছুরী মেরে নিমাইকে খুন করে। রূপসিং কেরার হয়। খুনের অজুহাতে গৌরী গ্রেপ্তার হয়। সেই খবর বেরোয় কাগজে। গৌরীর প্রথম জীবনের ভালবাসার মানুষ, সমীর যে আজ বিলাতে থেকে ফিরে এসে ব্যারিস্টার হয়েছে। সে কাগজে এই খবর পড়ে গৌরীর হয়ে কোর্টে কেস (মামলা) লড়ে—এবং গৌরীকে বাঁচায় খুনের দায় থেকে। অন্যদিকে রূপসিং সৎভাবে মেহনত করে টাকা রোজগার করে নিয়ে এসে গৌরীকে মাড়োয়ারীর ঋণ থেকে মুক্ত করে। কিন্তু রূপসিংয়ের দলের লোকেরা তার আসার পথে রূপসিংকে আক্রমন করে বন্দুক নিয়ে। রূপসিং আহত হয়ে আশ্রমে ভগবানের সামনে—শিশুদের মাঝখানে মারা যায়।

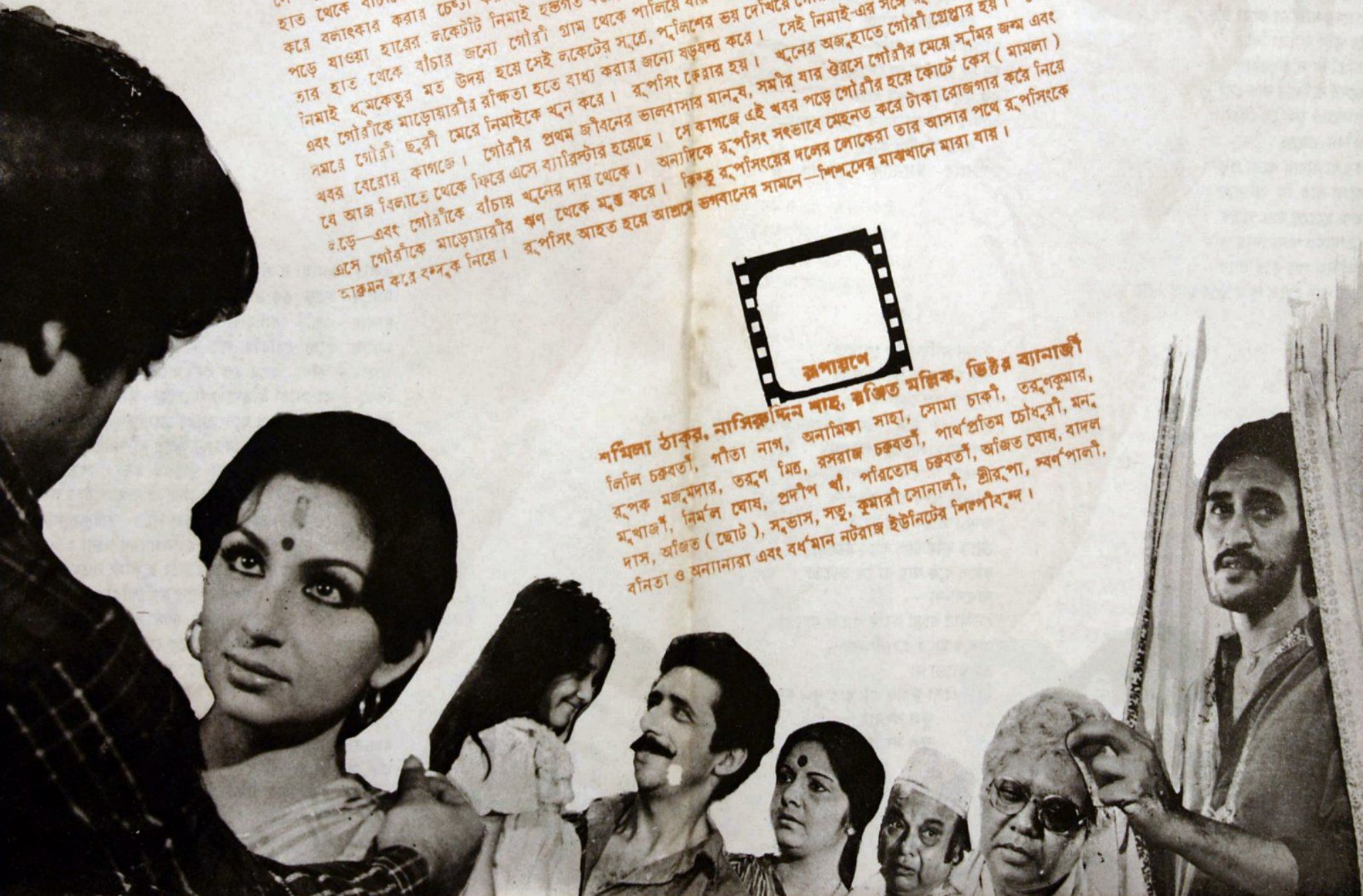

রূপায়ণে

শর্মিলা ঠাকুর, নাসিরুদ্দিন শাহ, রঞ্জিত মল্লিক, ভিক্টর ব্যানার্জী

লিলি চক্রবর্তী, গীতা নাগ, অনামিকা সাহা, সোমা চাকী, তরুণকুমার, রূপক মজুমদার, তরুণ মিত্র, রসরাজ চক্রবর্তী, পার্থপ্রতিম চৌধুরী, মনু মুখার্জী, নির্মল ঘোষ, প্রদীপ খাঁ, পরিতোষ চক্রবর্তী, অজিত ঘোষ, বাদল দাস, অজিত (ছোট), সুভাস, সতু, কুমারী সোনালী, শ্রীরূপা, স্বর্ণপালী, বনিতা ও অন্যান্যরা এবং বর্ধমান নটরাজ ইউনিটের শিল্পীবৃন্দ।

সংগীত

(১)

মঙ্গলদীপ জ্বেলে
অন্ধকারে দু'চোখ আলোয় ভরো প্রভু
তবু যারা বিশ্বাস করে না তুমি আছো
তাদের মার্জনা করো প্রভু—
যে তুমি আলো দিতে
প্রতিদিন সূর্য ওঠাও
ওদের বুঝিয়ে দাও সেই তুমি
পাথরেও ফুল যে ফোটাও
জীবন মরুতে
করুণা ধারায় ঝরো প্রভু—
বলো তার কি অপরাধ
জন্ম হয়েছে যার পাঁকে
তোমারও ক্ষমা দিয়ে তুমি
ফোটাও পদ্ম করে তাকে
ভুল পথে গেলে তুমি এসে হাত ধরো প্রভু

(২)

তোমরা পয়সা দিয়ে গানকে কেন
মেজাজ ছাড়া কি তোমাদের আছে
তোমরা যে টাকাটা ছুঁড়ে মারো
তাই দিয়ে তো জীবনটা বাঁচে ॥
মুখে আমার মুখোশ এঁটে
ভুখা পেটের জ্বালা মেটে
আমি পুতুল ছাড়া নয়তো কিছু
তোমাদেরই কাছে
জানোকি—জানোকি—মানোকি—ও—
মন যে আমার আতসবাজী
এক রাতেরই রানী সাজি
আমার ভালোবাসারি মোমের আলো
ঝাড়বাতিটার কাছে
জানোকি—জানোকি—মানোকি—ও—

(৩)

জানো নাকি তুমি কোথায়
আমার নামটি লেখা আছে
কোথায় বল কোথায়—?
জেনে নিও তুমি তোমারই মনের কাছে
শপথের মালা গলে পরলাম
বিশ্বাস নিয়ে হাত ধরলাম—
তোমায় গ্রহণ তাই করলাম
আচ্ছা সত্যি তাই নাকি
ছেড়ে তুমি চলে যাবে হয়তো
কাঁপে বুক যায় না সে ভয়তো
না-গো-না—
তোমায় ছাড়া আমি কারো নয়তো
বঁধুর মধুর রূপসজ্জায়—
এই ছাড়ো না
না—এসো ফুরাক এই রাত ফুল সজ্জায়
ফুল সজ্জায়
ফুল সজ্জায়—

(৪)

আমি ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখা
কাগজের এক ফুলের ঝাড়
বাইরে থেকে রং-এর বাহার
গন্ধ কিছু নেই তো তার
পায়ে আমার পায়ল বাজে
রূপোর লোভে রূপকে সাজাই
ঠুংরী পেলে ইনাম মেলে
আংটি টাকা হীরের তার
নাচ গানের এই রঙ্গীন আসর
এই নয় আমার জীবন বাসর
কি যে আমার বুকের জ্বালা
কাকে বলো বোঝাই আজ

(৫)

শোন শোন একটা গল্প বলি শোন
এক যে ছিল ডাকাত
নাম ছিল তার হিড়ম্ব-কুড়ম্ব
সিংহের মামা ভো-ভোম্বল দা-দা-দাস
তার ইয়া বড়কা বড়কা বাবরি চুল
লম্বা লম্বা বাঁদরের ল্যাজের মত গোঁফ
র-রক্ত জবার মত চোখ
বাঘের মত নখ
সে এল এক রাজার ঘরে লুঠ করতে
তারপর কি হল
হেরে রে রে—
সে এক রাজার ঘরে রাত দুপুরে ডাকাত
এলো তেড়ে
কাঁপছে মন্ত্রী—কাঁপছে সেপাই
কাঁপছে যে দাসদাসী
ঠকঠক কাঁপছে ভয়ে
রাজার পিসিমাসি
কি আছে সব বের করে দে
বললো সে হাত নেড়ে—

(৬)

বললো ডাকাত ওরে বললো ডাকাত
কে আছিস কে আছিস আয় আমায় বাধা দেরে
ওরে বাবারে—
এ ঘর ও-ঘর ও-ঘর এ-ঘর এ-ঘর ও-ঘর
লুট করে সে এলো রানীর কাছে
কোলেতে তার রাজার কুমার ঘুমিয়ে তখন আছে
শিশুটিকে ছিনিয়ে ডাকাত
নিলো যে ছোঁ মেরে
খিলখিলিয়ে ছোট্ট শিশু
উঠলো হঠাৎ হেসে
সবার সেরা ধন পেয়েছি
লুট করতে এসে—
এই না বলেই সেই হাসিটাই
নিলো ডাকাত কেড়ে
বললো শেষে ডাকাতি আজ
দিলাম আমি ছেড়ে
ডাকাতটা কি ভালো—
লা-লা-লা-লা-লা-লা—
লা-লা-লা-লা-লা-লা

চণ্ডীমাতা ফিল্মসের ২টি উপহার

সিনে ফিল্মস নিবেদিত

মিঠুন চক্রবর্তী
রতি অগ্নিহোত্রী
উৎপল দত্ত · অঞ্জলী নাইডু
ও অশোককুমার

বাসু চ্যাটার্জীর

পসন্দ আপনি আপনি

রঙীন

সহযোগ চিত্র নিবেদিত

হৃষিকেশ মুখার্জীর

কিসিসে না কহনা

রঙীন

পরিচালনা · হৃষিকেশ মুখার্জী
সংগীত · বাপী লাহিড়ী
শ্রেঃ ফারুক শেখ · দীপ্তি নাভাল
উৎপল দত্ত · সৈয়দ জাফরি
প্রেমা নারায়ণ · দেবেন বর্মা